ত্রৈমাসিক
দুদক দর্পন

সবাই মিলে লড়ব, দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ব।

৪র্থ বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ● অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

ত্রৈমাসিক
দুদক দর্পন

৪র্থ বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ● অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. মো: শামসুল আরেফিন

সম্পাদনা কমিটির সদস্য
শিরীন পারভীন
আবদুল্লাহ-আল-জাহিদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd

ওয়েব সাইট
http://www.acc.org.bd

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি বিশ্বব্যাপী আলোচিত অপরাধ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। বাংলাদেশকেও এই আত্মঘাতি অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৪ সন থেকে এই সংগ্রামের যাত্রা শুরু হয়। দেশের প্রচলিত আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনকেই এই অপরাধ দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দমনের ক্ষেত্রে কমিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করে দোষীদের আদালতে সোপর্দ করে। প্রতিটি মামলা বিচারিক আদালত ও উচ্চ আদালতে পরিচালনা করে কমিশনের প্যানেল আইনজীবীগণ। প্রতিটি মামলা সমগুরুত্বের সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে। দুর্নীতি বিরোধী এই অভিযান ক্রমাগত সম্প্রসারণ করছে কমিশন। দুর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ায় ইতোমধ্যেই প্রজাতন্ত্রের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কমিশন হতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এছাড়াও জনগণের ক্ষমতায়ন ও সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি কমিশন দেশের বেশ কয়েকটি উপজেলায় গণশুনানির আয়োজন করে। এ সকল গণশুনানিতে সেবাগ্রহিতা সাধারণ মানুষ উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানি, অনিয়ম, ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ করেন। আবার মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার সততা ও আন্তরিকতার প্রশংসাও করেন।

প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্মরণ রাখতে হবে সংবিধান অনুযায়ী সকল সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টাই তাদের কর্তব্য। তাছাড়া, বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ এবং এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গ হবে শুদ্ধাচারী এবং দুর্নীতিমুক্ত। শুদ্ধাচারী ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। একই লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিটি গণশুনানি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। গণশুনানিতে সেবাগ্রহিতা সাধারণ মানুষ যদি কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তথা কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ উপস্থাপন করেন সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে দুদক ন্যূনতম অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না। সকলকে মনে রাখতে হবে দুর্নীতি অমার্জনীয় ফৌজদারি অপরাধ।

এ সংখ্যায় যা যা রয়েছে ঃ

- গণশুনানি/প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম
- সেমিনার/প্রশিক্ষণ
- অনুসন্ধান ও তদন্তের পরিসংখ্যান
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা ও চার্জশীট
- আইন-আদালত

দুর্নীতিমুক্ত সরকারি সেবা প্রদানে গণশুনানির ভূমিকা

ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ

১. ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও টিআইবি'র যৌথ উদ্যোগে সরকারি দপ্তরে দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গণশুনানি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। গণশুনানির সাথে থাকছে তথ্যমেলা। উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নিকট স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সেবা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন এবং তা সমাধানকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি হলো গণশুনানি। অন্যদিকে,তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং তথ্য প্রত্যাশী ও তথ্য প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করাই তথ্য মেলার মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, গত ২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ টিআইবি'র সহযোগিতায় দুদক প্রথমবারের মত ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ঢাকার সাভার উপজেলায় তথ্য মেলা ও গণশুনানির আয়োজন করে। এতে স্থানীয় জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী সনদ (UNCAC) এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিং এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এ নাগরিকের দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থতঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে দুর্নীতি ও ঘুষ ব্যাপক হারে হ্রাস করা এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও নাগরিকের অংশগ্রহণ মূলক সিদ্ধান্তের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (লক্ষ্য ১৬)। পঞ্চমতঃ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালে সরকারি সেবা প্রদানে গণশুনানি একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নাগরিকের ক্ষমতায়ন যা গণশুনানি ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব।

২. গণশুনানির উদ্দেশ্য

সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলো সেবা প্রদানকারী দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা;
এবং প্রতিটি সরকারি দপ্তরে নাগরিক সনদের ভিত্তিতে নাগরিকদেরকে প্রদেয় বিভিন্ন সেবার মান উন্নত করা।

৩. গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো

• বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ এ বর্ণিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যমান সেবা প্রদান পদ্ধতি **দায়বদ্ধতার দীর্ঘ পথে** আবদ্ধ। এখানে নাগরিকগণ মূলতঃ নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নীতি নির্ধারককে প্রভাবিত করেন **(নাগরিকের কণ্ঠস্বর)** এবং নীতি নির্ধারকগণ নীতি/বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

• গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীকে নাগরিকের নিকট সরাসরি দায়বদ্ধ করা যায় (দায়বদ্ধতার স্বল্প পথ)।

৪ গণশুনানির আইনগত কাঠামো

৪.১ সংবিধানের বিধান

অনুচ্ছেদ ২১(২): "সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।"

৪.২ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ

❖ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা (ধারা ১৭ চ); এবং

❖ দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা (ধারা ১৭ ট)।

৪.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ১লা জুন ২০১৪ ও ৫ জুন ২০১৪ তারিখের অফিস স্মারকদ্বয়।

৫. গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা

দুর্নীতি দমন কমিশন মনে করে যে, দেশের সাধারণ মানুষকে ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে গণশুনানি অন্যতম একটি পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত। এই বহুপক্ষীয় সভায় দুর্নীতির উৎস চিহ্নিতকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্ভাব্য করনীয় সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক আলোচনা করা হয় এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বের করার প্রয়াস নেয়া হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জুন, ২০১৪ মাসে জারিকৃত অফিস স্মারক অনুযায়ী কমিশন গণশুনানি পরিচালনা করছে। ১ জুন ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত অফিস স্মারক অনুযায়ী গণশুনানি গ্রহণের কতিপয় ব্যবস্থা নিম্নরুপ :

- সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে অফিস চলাকালে গণশুনানি গ্রহণ,
- লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ,
- অভিযোগের নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান, সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ফলাফল সেবাপ্রত্যাশীকে অবহিতকরণ; সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ (যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারকে সংযুক্ত করা হয়েছে) ; এবং
- গণশুনানি সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্ধারিত ছকে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উপজেলা কার্যালয় থেকে জেলা কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয় কর্তৃক
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করার বিধান রয়েছে।

গণশুনানি কার্যক্রম অনুষ্ঠানের আগে পাঁচটি জেলার (ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর) দশটি উপজেলায় GIZ এর উদ্যোগে Baseline Survey পরিচালিত হয়। এ জরিপে দুর্নীতির চিত্র এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাবের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়।

মুক্তাগাছা ও সাভার ছাড়াও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপজেলায় পরীক্ষামূলক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্যায়ে গণশুনানিতে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিপ্রবণ সরকারি দপ্তর যথা সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস স্থান পেয়েছে। ধারণার ওপর নয়, বরং দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নাগরিকগণ গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঞ্চালনায় পরিচালিত গণশুনানি আয়োজনে ও অংশগ্রহণকারী নির্বাচনে দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) সহ গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. গণশুনানির প্রত্যাশিত ফলাফল

- সরকারি দপ্তর সমূহের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ;
- সেবা সংক্রান্ত নাগরিকদের সমস্যা সমাধানকল্পে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা ;
- সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করা ;
- সেবা প্রদানের পদ্ধতির উন্নয়ন করা ; এবং
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৭. উপসংহার:

নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালনে গণশুনানি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিকে কার্যকর করতে হলে এর নিরবিচ্ছিন্ন ফলো-আপ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিয়মিত গণশুনানি পরিচালনা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন গণশুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা। তাহলে গণশুনানি কর্মসূচি ফলপ্রসূ হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ করা যায়।

গণশুনানি/প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

১৬ সেপ্টেম্বর সাভার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দুইদিন ব্যাপী তথ্য মেলারও আয়োজন করা হয় উপজেলা পরিষদ চত্বরে। স্থানীয় প্রশাসন, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও সাভার উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) গণশুনানি ও তথ্য মেলা আয়োজনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। সাভার উপজেলা ভূমি কার্যালয়, আমিনবাজার ও আশুলিয়া সার্কেলের রাজস্ব শাখা, সাভার ও আশুলিয়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর কর্মকর্তারা গণশুনানিতে অংশ নেন। এতে অংশ নিয়ে প্রায় ৪০ জন নাগরিক তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। বক্তারা ভূমি সম্পর্কিত, সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় সংক্রান্ত এবং স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে ঘুষ-দুর্নীতিসহ নানা হয়রানির চিত্র তুলে ধরেন। নাগরিকদের প্রতিটি অভিযোগের জবাব দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। বেশকয়েকটি অভিযোগের তাৎক্ষনিক সমাধানও করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উক্ত গণশুনানিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ। উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ বলেন, জনগণকে সচেতন করে তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শুনানি গ্রহণই শেষ কথা নয়। এখানে কর্মকর্তারা সেবা গ্রহীতাদের যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা বাস্তবায়ন হলো কিনা তাও মনিটর করবে দুদক।

ঢাকাস্থ সাভার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গণশুনানিতে
অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ।

গণশুনানি শুরু হওয়ার আগে সকালে সাভার থানা বাসস্ট্যান্ডে মাবনবন্ধন করা হয়। সেখান থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক হয়ে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রা ও মানববন্ধনে সরকারি কর্মকর্তা, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, সচেতন নাগরিক কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, স্থানীয় সাংবাদিক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'সততা সংঘের' সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তথ্য মেলায় সরকারি-বেসরকারি ৩৭টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাভার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক দীপক কুমার রায়। অনুষ্ঠানে দুদক কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ প্রধান অতিথি এবং টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিশেষ অতিথি ছিলেন। এ সময় দুদক মহাপরিচালক ড. মো: শামসুল আরেফিন, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মো: নাসিম আনোয়ার ও পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকাস্থ সাভারে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে
মানববন্ধন ও র‍্যালিতে কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ।

পরদিন অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর সাভার উপজেলা মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রীতি বিতর্ক প্রতিযোগীতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ২ দিনের অনুষ্ঠানমালা শেষ হয়।

দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী
অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিজয়ী শিক্ষার্থী।

দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী।

দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন কমিশনার মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু

লক্ষীপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করছেন দুদক চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামান।

সেমিনার/ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো: বদিউজ্জামান, মহাপরিচালক ব্রিগে: জেনারেল (অব:) এম এইচ সালাহ্উদ্দিন, উপপরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন ও চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব মোহাম্মদ আবুল কাসেম ২০১৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হতে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত "CBI's High Level Official Meeting" সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ভারতের সিবিআই প্রধান এস,কে,সিনহা এর সাথে দুদক চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামান।

সিবিআই এর বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখছেন কমিশনের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৮ নভেম্বর, ২০১৫ এ ভারতের নাদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ গ্লোবাল ফোকাল পয়েন্ট কনফারেন্স অন অ্যাসেট রিকভারিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দুদক কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

এছাড়া কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ ১২ জুলাই হতে ১৭ জুলাই পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে অনুষ্ঠিত "APG's 18th Anual Meeting and Technical Assistance Forum" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১৫ সময়ে তথ্য অধিকার আইন কোর্স, পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের ৬২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০১৫)

অভিযোগ অনুসন্ধানের অনুমোদন	৫১৫ টি
সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারী	২১ টি
মামলা দায়েরের অনুমোদন	১৫৩ টি
চার্জশীট দায়েরের অনুমোদন	১৪৪ টি
ফাইনাল রিপোর্ট	১৩৫টি

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	কাজী ফখরুল ইসলাম, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেসিক ব্যাংক লিঃ সহ অন্য ১২০ জন।	বেসিক ব্যাংকের প্রায় ২১০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। (মোট ৫৬ টি মামলা)
২	জনাব সেলিম আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপার রিফাইনারী (প্রা:) লিমিটেড, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম ও অন্য ৩ জন।	২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মূল্য সংযোজন কর ও ভ্যাট বাবদ সরকারের ৩,৪৫,৪৭,৯১৩/-টাকা ফাঁকি দিয়ে আত্মসাত করার অভিযোগ।
৩	জনাব মো: শামীম কবির, চেয়ারম্যান, ফারইষ্ট ইসলামী মাল্টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ও অন্য ২৫ জন।	প্রতারণার মাধ্যমে আমানতকারীদের নিকট থেকে ১৩৫,৬৯,২৭,১৩৮/- টাকা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে স্থানান্তর/হস্তান্তর করার অভিযোগ। (মোট ১৬ টি মামলা)
৪	জনাব মো: শহিদুল্লাহ মিয়া, সাবেক উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার, দুপচাচিয়া, বগুড়া বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত ও অন্য ০৪ জন।	অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পেনশনারদের মাসিক পেনশন পরিশোধের মাধ্যমে ১,৯৩,৪৮,৪৫০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
৫	জনাব এম এ সাত্তার, সহ-সভাপতি, অগ্রণী কমার্স এন্ড ফাইন্যান্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, সূত্রাপুর, ঢাকা ও অন্য ৩ জন।	অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রায় ৬০০ জনের নিকট থেকে সোসাইটির বিভিন্ন খাতে শেয়ারে বিনিয়োগ বাবদ সংগ্রহপূর্বক ৪,৮৪,১৬,২০৬/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
৬	জনাব মাহমুদ আলম, সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা।	৪৮,০০০/- টাকা উৎকোচ গ্রহণকালে হাতেনাতে গ্রেফতার হওয়ার অভিযোগ।
৭	জনাব মো: মহসিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, পিলুসিড টেক্সটাইল লি:, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ও অন্য ৬ জন।	পরস্পর যোগসাজশে, ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লি:, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর গ্রাহক পিলুসিড টেক্সটাইল লি: এর অনুকূলে বিধি-বহির্ভূতভাবে বিটিবি এলসি এবং পিএসসি সুবিধা প্রদানপূর্বক ৬,১৫,৩৪,৪৯৯/-টাকা ক্ষতিসাধন করার অভিযোগ।
৮	জনাব শেখ রইসউদ্দৌলা (প্রিন্স), পিতা-মৃত-শেখ ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ, ২৬/৩, ই-উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর, ঢাকা।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী হতে ক্রয়কৃত ৪টি গাড়ির বিপরীতে শুল্ক করাদি পরিশোধের ভূয়া ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের ৩৫,০৫,০০০/-টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ।
৯	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সুপারিনটেনডেন্ট (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, যশোর এবং তার স্ত্রী মিসেস সালেহা বেগম	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ১৭,৯৮,৫২০/- টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন এবং উক্ত সম্পদ জ্ঞাত আয় বহির্ভূতভাবে অর্জনের অভিযোগ।
১০	জনাব মামুনুর রহমান চৌধুরী, প্রাক্তন প্রোগ্রামার, ডিএসএল, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভিস লি: ও অন্য ৪ জন।	জালিয়াতির মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৯,৪৫,৭১৫/- টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ।

চার্জশীট দাখিলকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর ও তারিখ	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	বন্দর (চট্টগ্রাম) থানা মামলা নং-৩২ তারিখ-১৭/৯/২০১২।	মো: সাইফুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স শিমুল ইন্টারন্যাশনাল লি:, ২৪০ ডিটি রোড, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম ও অন্য ০২ জন।	অবৈধভাবে গাড়ী ও অন্যান্য আমদানী নিষিদ্ধ পণ্যাদি আমদানী করে আমদানীকৃত মালামালের মূল্য বাবদ ১,৩৬,৪৩,১৬৬/- টাকা বিদেশে পরিশোধের নামে দেশ হতে পাচার করার অভিযোগ।
২	মতিঝিল থানা মামলা নং-০৯ তারিখ-১৫/০৬/২০১৫।	জনাব এ কে এম আহসান ইকবাল, পরিচালক, পূর্বাচল উপশহর প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা ও অন্য ০৫ জন।	কুয়েত প্রবাসী কাজী জামাল এর ২০০২ সালে রাজউকের পূর্বাচল উপশহর প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ক্যাটাগরীতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটটি পরস্পর যোগসাজশে ভূয়া ব্যক্তিকে কাজী জামাল সাজিয়ে ভূয়া আম মোক্তারনামা বলে কাজী জামালের প্লটটি বিক্রয় করার অভিযোগ।
৩	রমনা থানা মামলা নং-৪৮ তারিখ-২৯/০৩/২০১৩।	জনাব খাজা সোলেমান আনোয়ার চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স বিসমিল্লাহ টাওয়েল লি:, সি আর দত্ত রোড, ঢাকা ও অন্য ১৩ জন।	জাল দলিল দস্তাবেজ সৃজনের মাধ্যমে ভূয়া রপ্তানী বিলের ব্যাক টু ব্যাক এর দায় (ফোর্সড লোন) ও বাই-সালাম (পিসি) বাবদ প্রদত্ত মোট ফান্ডের ৯৭৫৬.৪৮ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
৪	রমনা মডেল থানা মামলা নং-১৯ তারিখ-১৫/০১/২০১৫।	জনাব মনিরুজ্জামান, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট, কর অঞ্চল, পশ্চিম, ঢাকা।	ভূয়া মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরিচয় দিয়ে সরকারী চাকুরী গ্রহণের অভিযোগ।
৫	রমনা মডেল থানা মামলা নং-১৪ তারিখ-০৬/৭/২০১৩।	জনাব মো: আব্দুল মান্নান, সাবেক ষ্টোর কিপার, সদর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রংপুর।	উৎস বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করাসহ সর্বমোট ৭৭,৭০,৮১৬/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করার অভিযোগ
৬	সাভার থানা মামলা নং-২৪ তারিখ-১০/১০/২০০৫	জনাব আমিনুল ইসলাম, আর্মড এস আই (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) আশুলিয়া পুলিশ ক্যাম্প, সাভার, ঢাকা ও অন্য ৫ জন।	অসৎ উদ্দেশ্যে লাভবান হওয়ার জন্য সোর্সের সহায়তায় সরকারের ১,৭৫,০০,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
৭	চাটমোহর (পাবনা) থানা মামলা নং-১০ তারিখ-১৩/১১/২০১৩।	মো: শাহ আলম, মাঠ সহকারী, বিআরডিবি, চাটমোহর, পাবনা ও অন্য ১ জন।	পরস্পর যোগসাজশে বিআরডিবি'র ২০ লক্ষাধিক সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
৮	কোতয়ালী (সিলেট) থানা মামলা নং-৩৬ তারিখ-৩০/৬/২০১৪।	মো: দেলোয়ার হোসেন, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৩০,৬০,৮৬৭/-টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন এবং ৫,১৮,০৪২/-টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।
৯	ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) থানা মামলা নং-১৩ তারিখ-১৬/১১/২০১৪।	জনাব মো: রেজাউল করিম, ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি ভৈরব, কিশোরগঞ্জ ও অন্য ৬ জন।	পরস্পর যোগসাজশে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি ৭,৩০,২৯,০০০/-টাকা মূল্যের সার আত্মসাতের অভিযোগ।
১০	বন্দর(চট্টগ্রাম) থানা মামলা নং-২২ তারিখ-২৭/০২/২০১৪।	জনাব শ্যামল কৃষ্ণ ভৌমিক, প্রাক্তন উচ্চমান বহি: সহকারী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও অন্য ৭ জন।	চট্টগ্রাম বন্দর হতে গার্মেন্টস এর নামে ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে আমদানীকৃত ১২ কোটি টাকার পণ্য পাচারের অভিযোগ।

আইন-আদালত

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৪১১১ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ৩৩০২ টি মামলার বিচার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে ৮০৯ টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ১২০০টি রিট, ১০৫৭টি ফৌজদারী বিবিধ মামলা, ২৫৬ টি রিভিশন ও ২৪৬টি আপীল মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মহামান্য উচ্চ আদালত কর্তৃক ০৭ টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারকৃত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	আদালতের মামলা নম্বর	থানার মামলা নম্বর	আসামীর নাম	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের তারিখ
০১	রীট পিটিশন নং-৪৭৪০/২০০৫	তেজগাঁও থানা মামলা নং-০৬ তারিখ-০৬/০২/২০০২	জনাব তাজুল ইসলাম	১১/০৮/২০১৫
০২	রীট পিটিশন নং-৫১২৫/২০০৮	তেজগাঁও থানা মামলা নং-২২ তারিখ-০৬/০২/২০০২	জনাব শেখ আজিজ উদ্দিন	১১/০৮/২০১৫
০৩	রীট পিটিশন নং-৫০৭৮/২০০৯	নিউমার্কেট থানা মামলা নং-০৪ তারিখ-০৪/০৬/২০০৯	জনাব শাহজাহান আলী মোল্লা	১১/০৮/২০১৫
০৪	ক্রিমিনাল মিস কেস নং-১৩৮৮৮/২০০৮	তেজগাঁও থানা মামলা নং-০৫ তারিখ-০২/০৯/২০০৭	এ কে এম মোশারফ হোসেন	০১/০৯/২০১৫

জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসে দুর্নীতি দমন কমিশনের ৮৫ টি মামলার রায় দিয়েছেন বিচারিক আদালত। তন্মধ্যে ২৮ টি মামলায় সাজা এবং ৫৭ টি মামলায় আসামীগণ খালাস পেয়েছেন।

সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর ও তারিখ	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	মোহাম্মদপুর থানা মামলা নং-৫২(৬)২০০৬	মো: হাতেম আলী, সাবেক এপ্রেইজার, কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম।	আসামীকে ০২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০২ মাসের কারাদণ্ড প্রদান এবং আসামীর নামীয় শ্যামলীর বাড়িটি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
২	মতিঝিল থানা মামলা নং-৮৩(০৪)২০০৪ ধারা-৪০৯/ ৪২০/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১/১০৯ দণ্ডবিধি এবং ১৯৪৭ সনের ২ নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	মো: মনসুরুছ সামাদ চৌধুরী, সাবেক অপারেটর, বিভাগীয় অফিস, জিপিও, ঢাকা।	আসামীকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উক্ত টাকা আসামীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হতে আদায়পূর্বক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩	ডবলমুরিং থানা মামলা নং-৭৫(১০)১৯৯৯, ধারা-৪০৯/ ৪২০/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭৭(ক) /১০৯ দণ্ডবিধি ও ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	মোহাম্মদ হোসেন, উচ্চমান সহকারী, টি এন্ড টি বোর্ড, চট্টগ্রামসহ ০২ জন।	প্রত্যেক আসামীকে ০৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং ৩২ লক্ষ টাকা করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উক্ত টাকা আসামীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হতে আদায়পূর্বক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৪	ডবলমুরিং থানা মামলা নং-০৩(৮)১৯৯৮ ধারা-৪০৬/৪২০ দণ্ডবিধি।	মোহাম্মদ খায়রুল বশর, চেয়ারম্যান, মেসার্স দোয়েল ড্রেসেস লিঃ. নুর আহম্মদ রোড, চট্টগ্রাম।	আসামীকে ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
৫	মতিঝিল থানা মামলা নং-১৬৫(৮)৮৬ ধারা-৪০৯/৪৬৮/ ৪৭১/১০৯ দণ্ড বিধি এবং ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	জনাব মো: নাছিম আলী, প্রাক্তন উচ্চমান সহকারী, বাংলাদেশ টেক্সবুক বোর্ড, ঢাকা।	আসামীকে ০২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৭,১৭,৪৮৩/-টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।